প্রবাস জীবন : ভিন্ন বাস্তবতার মাঝে সুখ

জামিল হাসান সুজন

কিছুদিন আগে কর্ণফুলীতে 'প্রবাস জীবন : ভিন্ন বাস্তবতা' এই শিরোনামে আমার একটি লেখা প্রকাশিত হয়। আশঙ্কা ছিল প্রবাসী বাঙ্গালীরা এই লেখাটি পড়ে বিরুপ মন্তব্য করতে পারেন, কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। কয়েক দিন আগে বাংলাদেশের একটি পত্রিকা (দৈনিক সমকাল) ওয়েব সাইট থেকে আমার এই লেখাটি সংগ্রহ ক'রে তাদের পত্রিকাতে ছাপায়। আমার কিছু আত্মীয় বন্ধু দৈনিক সমকালে লেখাটি পাঠ করে এবং তাদের তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। তাদের ভাষ্য হল, আমি কেন এই ধরণের একটি লেখা লিখলাম যেখানে বাংলাদেশীরা বিভিন্ন অড্ যব করে এই সত্যটি নগ্নভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এর কি কোন দরকার ছিল? বিশেষ করে আমি কেন নিজে কি কাজ করি সেই কথাটি উল্লেখ করেছি? এতে করে তাদের মর্যাদাতে আঘাত লেগেছে। সে ক্ষেত্রে আমি কেন ছদ্ম নাম ব্যবহার করলাম না। আর বিদেশের সুন্দর,চমৎকার এবং ভাল দিক গুলো কেন আমার লেখায় উঠে এলোনা। তারা আমাকে একজন নেতিবাচক মনোভাবের লেখক হিসাবেও আখ্যায়িত করেছেন।

নগরজীবন ও জাতীয় প্রতীক মশারী

সেই সব সম্মানিত পাঠক বর্গের উদ্দেশ্য সবিনয়ে বলতে চাই যে, আমার এই লেখাটির শিরোনাম দেখলেই বুঝা যায় যে একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে সামনে রেখেই লেখাটির সূত্রপাত এবং লেখনীতেও সেই উদ্দেশ্য ও বিধেয় বিদ্যমান। তবে সত্যি কথা বলতে কি প্রবাসীদের জীবন যাপনের কঠিন বাস্তবতার কথা এ লেখায় অংশত এসেছে, পুরোপুরি নয়। আর আমাকে যারা নেতিবাচক লেখক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে শুধু একটি কথাই বলব, বাস্তব সত্য চির দিনই তিক্ত। সে যাই হোক, আমার আজকের এই লেখাটি আমার বিরুদ্ধে আনীত 'নেতিবাচক মনোভাবাপন্ন লেখক '- এই অপবাদ থেকে আমাকে মুক্ত করতে পারে।

বাংলাদেশে ঠিক যে সব ব্যাপারে মানুষের সমস্যা ও ভোগান্তি হয় এখানে ঠিক সেই সব ব্যাপারে একেবারে বিপরীত চিত্র। প্রথমে বিদ্যুতের কথাই ধরা যাক্। বাংলাদেশে এখন ভয়াবহ বিদ্যুৎ বিপর্যয় চলছে। 'এই আছি এই

নাই' খেলায় জনগণের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। অথচ আজ থেকে এক বছর আগে আমি অস্ট্রেলিয়ার সিড্‌নী শহরে এসেছি - একটিবারের জন্যও বিদ্যুৎ চলে যেতে দেখিনি। পানির কথায় এবার আসি। বাংলাদেশের মানুষ বিদ্যুতের মত পানির কষ্টেও হিমসিম খাচ্ছে, বিশেষ করে রাজধানী ঢাকা বাসীর অবস্থা তথৈবচ। আর এই প্রবাসে সেই কষ্টটি একেবারে নেই। ট্যাপ খুললেই সব সময় পানি - বিশুদ্ধ পানি, সেই পানি ফুটিয়ে খাওয়ার প্রয়োজন নেই। আর গোসল করতে চাইলে ঠান্ডা গরম দুই ধরণের পানির ব্যবস্থা আছে।

বাংলাদেশের ঢাকা এবং অন্যান্য শহরে যান জট অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, অথচ এই শহরে যেখানেই আপনি চলাচল করুন কোথাও যান জট পাবেন না। রাস্তায় অসংখ্য গাড়ী চলছে অথচ কোন হর্নের শব্দ নেই। এখানে হর্ণ দেওয়ার অর্থ হল কেউ বড় ধরণের ট্রাফিক আইন ভংগ করেছে। এখানে সবাই ট্রাফিক আইন মেনে চলে। দুর্ঘটনার সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য জেব্রা ক্রসিং ও ফুটপাত রয়েছে। আপনার গায়ের উপরে গাড়ি ঘোড়া উঠে পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ফুটপাতে হকার নেই, ময়লা, মল মূত্র নেই। কোথাও কোন চেঁচামেচি, হৈ হল্লা , মাইকে তারস্বরে 'ভাইসব- - লটারী' অথবা উচ্চস্বরে গানবাজনার শব্দ নেই, এক কথায় কোন শব্দ দূষণ নেই।

যানবাহনের জঙ্গল ঢাকা শহর

এখানে রিক্সা নেই বলে নিত্যদিন রিক্সাঅলার সাথে দরকষা কষি, ঝগড়া বিবাদের গ্লানি নেই। আপনি কোথাও যেতে চাইলে বাসে ট্রেনে করে টিকিট কেটে নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারবেন। মানুষের ভিড় বা ধাক্কাধাক্কি নেই। কোন ট্যাক্সী ক্যাব ড্রাইভার উদ্ধত ভংগীতে বলবেনা, 'যামু না'।

রাত বিরাতে চলাচলে কোন সমস্যা নেই, কেউ আপনার পথ আগলিয়ে ছুরি বা পিস্তল বের করে বলবেনা, 'যা আছে বাইর কর।' কোথাও সন্ত্রাসীদের তান্ডব নেই, বোমা হামলা নেই। পুলিশ জনগণের বন্ধু। বিপদে আপদে হাত বাড়িয়ে দেয়, আমাদের দেশের মত প্রশাসনের নির্দেশে জনগণের নায্য অধিকারের দাবীতে মিছিলের উপর হামলা করেনা, নিজেরাই চুরি ডাকাতি ক'রে আর ঘুষ খেয়ে আইন শৃংখলার বারোটা বাজায়না, অন্যায়ভাবে নিরীহ সাধারণ মানুষ ও সাংবাদিকদের বেধড়ক পেটায়না।

এখানকার মানুষ ধর্ম কর্ম তেমনভাবে মেনে না চললেও নৈতিকভাবে সৎ। আমাদের দেশের মত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিটি সংস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্র

দূর্নীতি প্রবেশ করেনি। নিজ নিজ কর্ম ক্ষেত্রে কেউ ফাঁকি দেয়না, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও ফাইল আটকিয়ে পয়সা খাওয়ার কোন সুযোগ নেই। সাম্যবাদ কাকে বলে এখানে এসে প্রথম বুঝলাম। এ দেশে অর্থনৈতিক শ্রেণীবৈষম্য নেই অর্থাৎ ধনী গরীবের ভেদাভেদ কম। সবাইকেই ইন কাম ট্যাক্স দিতে হয়- অব্যাহতির কোন সুযোগ নেই। প্রতিষ্ঠানের মালিক ও শ্রমিক দুজনেরই বাড়ি গাড়ি আছে। এখানকার কোন প্রতিষ্ঠানের বস্ বা মালিক আমাদের দেশের মত সুসজ্জিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে মিটিং সিটিং নিয়ে বেশি সময় কাটায়না অথবা জমিদারী চালে চলাফেরা করেনা। পিওন বা দপ্তরী পদের কোন অস্তিত্ব এখানে নেই। মালিক নিজেই শ্রমিক, কর্মীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে।

সরকারী ও বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের মধ্যে আদর্শ গত মত পার্থক্য থাকলেও দেশ ও দেশের মানুষের সার্বিক উন্নয়নে যে কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তারা ঐক্যমতে পৌঁছায়। মুহুর্মুহু হরতাল ডেকে দেশ ও জাতির ধ্বংস ডেকে আনেনা।

বাংলাদেশে সেবা খাতের প্রতিষ্ঠান গুলির অবস্থা সবচেয়ে খারাপ, উৎকোচ ছাড়া কোন কাজই সেখানে হয়না, অথচ এখানে সেই সব ক্ষেত্রে একেবারে বিপরীত চিত্র। উদাহরণ স্বরুপ, আমি বাসা ভাড়া নেওয়ার পর টেলিফোনের জন্য সরকার অনুমোদিত একটি কোম্পানীর কাছে আমার ভাইয়ের মোবাইল থেকে ফোন করলাম। ওরা আমার নাম ঠিকানা সব বৃত্তান্ত নেওয়ার পর বলল, আগামীকাল আপনার লাইন লেগে যাবে। পরদিন সত্যিই আমার বাসায় টেলিফোনের ব্যবস্থা হয়ে গেল। কোন দরখাস্ত, ছবি, গেজেটেড অফিসারের সত্যায়ন ইত্যাদি কোন কিছুই লাগলোনা।

ধর্মিয় স্বাধীনতায় মুক্ত অষ্ট্রেলিয়ার রাজপথে
বোরখা পরিহিত মুসলিম নারীরা

বাচ্চাদের স্কুলে ভর্তি করাটা বাংলাদেশে একটি বিশাল সমস্যা। এখানে সে সব ঝামেলা নেই। নিকটবর্তী সরকারী স্কুলে বাচ্চাদের ভর্তি করাতে নিয়ে গেলাম। অফিসের ক্লারিকাল দায়িত্বে নিয়োজিত মহিলাটি একটি ফর্ম ফিলাপ করতে দিল। ফর্ম ফিলাপ শেষ হলে বলল, আগামীকাল থেকে ক্লাশ করতে পারবে। সমগ্র শহরে বাচ্চাদের জন্য অসংখ্য ছোট ছোট পার্ক ও খেলার মাঠ আছে। বাচ্চাদের জন্য এ দেশটি বড়ই উপভোগ্য।

বাজার হাট, দোকান মার্কেটে আপনি নির্বিঘ্নে কেনা কাটা করতে পারবেন। প্রত্যেকটি জিনিসের গায়ে দাম লেখা আছে, আপনার পছন্দ হলে কাউন্টারে গিয়ে দাম দিয়ে জিনিস ক্রয় করবেন। দর কষাকষির ব্যবস্থা নেই

বলে আপনি ঠকলেন না লাভবান হলেন সে চিন্তা নেই। খাদ্যদ্রব্যে কোন ভেজাল থাকার সম্ভাবনা নেই বলে আপনি নিশ্চিন্তে কিনতে পারেন। মাছের বাজার বা সব্জী বাজারে কোন ময়লা বা কাদা পানি নেই। প্রসঙ্গত বলতে হয় এখানে কোথাও কোন খানা খন্দ বা জলাবদ্ধতা নেই। এখানে কোন মশা নেই, সুতরাং প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে মশারি টাঙ্গানোর ঝামেলা থেকে আপনি মুক্ত।

বৈশাখ-জৈষ্ঠে গঙ্গাজলে স্নাত প্রানের ঢাকা

এ দেশে কোন ভিখারি বা মিস্‌কিন নেই। এখানে কেউ না খেয়ে মরে না। কারও আয় উপার্জনের ব্যবস্থা না থাকলে সরকার তার দায়িত্ব নেয় এবং নিয়মিত হারে মাসোহারার ব্যবস্থা করে।

পরিশেষে বলতে হয়, মানুষের সুখ শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্যই এই সব উন্নত দেশ গুলির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও মানুষের মত মর্যাদা নিয়ে বাঁচার তাগিদেই বোধ করি শত শত মানুষ যুগ যুগ ধরে দেশান্তরী হয়েছে এবং এখনও দেশান্তরী হওয়ার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

জামিল হাসান সুজন, সিডনী

সাগর সঙ্গমে মুক্তবিহঙ্গী অষ্ট্রেলিয় সুন্দরী